## দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা

দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আর্থিকভাবে একটি সচ্ছল পরিবারের ঘর, স্যানিটেশন, পানি, স্বাস্থ্য, জ্বালানির ব্যবহার অনুন্নত হলে এবং শিক্ষা না থাকলে সেই পরিবারকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) অনুসারে দরিদ্র পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ গবেষণার আওতায় বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার তিনটি গ্রামে (কালশীমাটি, কানুপুর এবং দরিবাংড়া) বেইজলাইন সার্ভে করে এমপিআই স্কোর নির্ণয় করা হয়। গ্রামগুলোর মধ্যে কালশীমাটি গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে যাদের এমপিআই স্কোর ০.৩৩ এর অধিক, তাদেরকে বিভিন্ন ইন্টারভেনশন (প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও সম্পদ) বিতরণ/প্রদান করা হয়। কানুপুর গ্রামটিকে গবেষণার কন্ট্রোল গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে; যার ফলে কালশীমাটি গ্রামে বিভিন্ন ইন্টারভেনশনের প্রভাব পর্যালোচনা করা সম্ভব হচ্ছে।

কালশীমাটি গ্রামে এমপিআই স্কোর অনুসারে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয় যেমন: কমিউনিটি ভিত্তিক ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ড্রাইভিং এন্ড মেকানিক্স, পুষ্টি নিরাপত্তা গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নে কমিউনিটিভিত্তিক দেশি মুরগি পালন, আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি, আধুনিক নার্সারি প্রযুক্তি, হাউস কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং, হস্তশিল্প এবং সেলাই প্রশিক্ষণ, পার্লার প্রশিক্ষণ, এবং ইলেকট্রিক্যাল (রেফ্রিজারেটর ও এসি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৯০ জন পুরুষ ও মহিলা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আরডিএ মডেলে স্বল্প ব্যয়ে (৩ বেড, কিচেন, টয়লেট বিশিষ্ট) ৩টি আধুনিক মানের পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ৩টি বাড়ি নির্মাণাধীন রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মুরগীর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৫টি ইনকিউবেটর, ৩৪০০ টি হাইব্রিড পেঁপে চারা, ১৫টি ছাগল, ৪০,০০০ তেলাপিয়া মাছের পোনা, ২০০০টি মুরগির বাচ্চা, ৪টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও উৎপাদন বিষয়ক পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার শূণ্যের কোটায় আনায়নে মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা হয়েছে। দারিদ্র্যমুক্ত মডেলটি আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

আরডিএ, বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে 'দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা'র আওতায় কালশীমাটি গ্রামের একটি অসহায় পরিবারের জন্য আরডিএ মডেলে স্বল্প ব্যয়ে পাকা বাড়ি "ভালোবাসা" নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

‘দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা’র আওতায় কালশীমাটি গ্রামের মহিলাদের মাঝে দেশি মুরগির বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ইনকিউবেটর বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ইনকিউবেটর ব্যবহার করে সফলতার সঙ্গে তারা মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করছেন।

আরডিএ, বগুড়া'র মহিলা ক্লাব ও অনুষদ সদস্য কর্তৃক দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রামের দরিদ্রদের বিভিন্ন সহায়তা (গাছের চারা ও দেশী মুরগীর বাচ্চা) প্রদান।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় কালসীমাটি গ্রামে কমিউনিটিভিত্তিক টেকসই ছাগল খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় কালসীমাটি গ্রামে দরিদ্র পরিববারের মাঝে সেলাই মেশিন ও উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়।